নাম: মোঃ মমিনুল ইসলাম রিদয়

জন্ম তারিখ: ১১ নভেম্বর, ১৯৯৯

শহীদ হওয়ার তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ছাত্র, বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ, ঢাকা, ডিগ্রী প্রথম বর্ষ
শাহাদাতের স্থান : মিরপুর-১০, ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন, ঢাকা

শহীদের জীবনী

পিতা মো: সাইফুল ইসলাম বিপ্লব ভাগ্য অন্বেষণে লক্ষ্মীপুর ছেড়ে পাড়ি জমান ঢাকা শহরে।একটি স্বচ্ছল সুখী সংসার জীবনযাপন করে কায়ক্লেশে দিন যাচ্ছিল তার।ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জনাব সাইফুল ইসলাম ঢাকা শহরে ভ্যান গাড়িতে করে সবজি বিক্রি করতেন।

সাইফুল ও মরিয়ম বেগম দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন শহীদ মমিনুল ইসলাম রিদয়।১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসের ১১ তারিখে লক্ষ্মীপুরেই জন্ম হয় রিদয়ের। বাবার মাসিক ৩০০০০ টাকার উপার্জনে ২৭ নম্বর রোডের ব্লক ডির ১/১ নং বাসায় ভাড়া থাকতো পরিবারটি।রিদয় বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজে ডিগ্রিতে পড়ালেখা করতেন।দ্রুত পড়ালেখা শেষ করে সংসারের হাল ধরতে চান দিয়ে।দুইবোন আর বাবা মাকে নিয়ে ভালোই কাটছিল হৃদয়ের দিনগুলো।কিন্তু জুলাই মাসে গোটা দেশ অস্থির হয়ে উঠে।বেআইনি, অনির্বাচিত জুলুমবাজ আওয়ামী সরকার তখন ক্ষমতায়।লাঠির জোরে তারা যে কোনো যৌক্তিক কথাকে স্তব্ধ করে দিতে বেশ পটু।দীর্ঘ ১৫ বছরে তারা একটি গুন্ডাতন্ত্র তৈরি করে তুলেছিল।তাদের চাঁদাবাজ, দখলদারী, প্রভাব বিস্তারে যারপরনাই বিরক্ত বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষ।
কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় ২০২৪ সালের জুলাই মাসে।মিরপুরে তখন সকল স্কুল কলেজ, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের অভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।শহীদ মমিনুল ইসলাম রিদয় ছিলেন মিরপুরের একজন সক্রিয় আন্দোলনকারী।বাবা মায়ের একমাত্র আশার প্রদীপ ছিলো রিদয়।কিন্তু আশার প্রদীপটি হঠাৎ নিভে যায় পুলিশ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের ক্যাডার বাহিনীর আক্রমণে।তার আদরের দুই বোন রিয়া ও রিপা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয় বড় ভাইয়ের আদর ও স্নেহ থেকে।মুহূর্তেই যেন লন্ডভন্ড হয়ে যায় একটি সাজানো গোছানো পরিবার।

শহর জুড়ে উত্তাল বিক্ষোভের দিনগুলোতে রিদয়কে দেখা যেত আঙুল উঁচিয়ে বুক চিতিয়ে শ্লোগান দিতে-
কোটা না মেধা
মেধা মেধা!
দালালী না রাজপথ
রাজপথ রাজপথ!
এই রাজপথে সূর্য সন্তান ছিলেন শহীদ রিদয়।১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার 'কমপ্লিট শাটডাউন' চলাবস্থায় রিদয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।তার অবস্থান ছিল মিরপুর ১০ নাম্বার ফায়ার সার্ভিসের পাশে।সকাল ১১ টা থেকে স্বৈরাচারী পুলিশ বাহিনী সাধারণ ছাত্রদের শান্তিপ্রিয় আন্দোলনে টিয়ারশেল ও গুলি ছুড়তে থাকে।পুলিশ বাহিনীর সাথে যুক্ত হয় যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী।মিরপুর মূল সড়ক থেকে ছাত্রদের সরাতে উভয় ঘাতক বাহিনী টিয়ারশেল ও গুলি ছুড়তে থাকে।৫ টা ৩০ মিনিটের সময় মমিনুল ইসলাম পিঠে গুলি খেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন।ছাত্ররা ঝুঁকি নিয়ে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে আল হেলাল ও পরে সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মমিনুল ইসলাম রিদয়কে মৃত ঘোষণা করেন।মিরপুরে জানাজা শেষে কালশি কবরস্থানে শহীদের লাশ দাফন করা হয়।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল
নাম : মো: মমিনুল ইসলাম রিদয়
পেশা : ছাত্র, বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ, ঢাকা, ডিগ্রী প্রথম বর্ষ
জন্ম তারিখ : ১১ নভেম্বর ১৯৯৯
শহীদ হওয়ার তারিখ : ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক বিকাল ৫.৪৫
শাহাদাত বরণের স্থান : মিরপুর-১০, ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন
স্থায়ী ঠিকানা : লক্ষ্মীপুর
পিতা : মো: সাইফুল ইসলাম বিপ্লব
মাতা : মোছা: মরিয়ম বেগম

প্রস্তাবনা : শহীদের পিতাকে মাসিক বা এককালিন আর্থিক সহযোগিতা করা যেতে পারে।